শ্রীভগবানের অনন্ত ধর্ম্মের মধ্যে 'প্রিয়ত্ব' ধর্ম্মই মুখ্য। যতদিন পর্য্যন্ত সেই প্রিয়ত্ব ধর্ম্মের অনুভব না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে—শ্রীভগবানকে অনুভব করিতে পারিতেছে না। এই অভিপ্রায়ে ৫।৫।৬ শ্লোকে ভগবান শ্রীঋষভদেব নিজ পুত্রগণকে উপদেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"প্রীতির্ণ যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ"।

যতদিন পর্য্যন্ত বাসুদেব যে আমি, আমাতে প্রীতির উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত দেহের সহিত জীবের সংযোগ নিবৃত্তি হইবে না অর্থাৎ জীবাশয় লিঙ্গশরীর ধ্বংস হইবে না। অর্থাৎ জীবের জন্ম, মরণ নিবৃত্তি হয় না। অতএব প্রেমতারতম্যেই ভক্তমহতের মুখ্য তারতম্য। এই জন্যই ৫।৬।৩ শ্লোকে ভগবান্ ঋষভদেব ভক্তমহতের লক্ষণে—"যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থাঃ" অর্থাৎ যাহারা আমাতে সুহৃদ্‌ভাবে প্রীতিযুক্ত, তাহারাই ভক্ত-মহৎ নামে পরিকীর্ত্তিত। কিন্তু যে ভক্তে প্রেমের আধিক্য এবং ভগবৎসাক্ষাৎকার ও কষায়াদিশূন্যতা আছে, সেই ভক্তই পরম মুখ্য। তন্মধ্যে এক এক অঙ্গের নিষ্ফলতার ন্যূনন্যূনতা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কাহারও প্রেমাধিক্য আছে কিন্তু ভগবৎসাক্ষাৎকার ও কষায়াদিরাহিত্য নাই, তিনি ন্যূন। আবার কাহারও কাষায়াদি নাই ভগবৎসাক্ষাৎকারও আছে কিন্তু প্রেমাধিক্য নাই, তিনি পূর্ব্বোক্ত ন্যূনভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ; এইপ্রকারে ন্যূন হইতে ন্যূনতা বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বসিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীভগবানে প্রীতিযুক্ত ভক্ত-মহাপুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা ভগবৎপার্ষদদেহ প্রাপ্ত হন নাই, অথচ বিষয়ে বৈরাগ্য থাকিলেও গূঢ়ভাবে হৃদয়ে কোনপ্রকার ভোগসংস্কারও আছে বলিয়া সম্ভাবনা করা যায়—এইপ্রকার লক্ষণ ভক্ত-মহৎকেই শ্রীল ঋষভদেব উক্ত ৫।৬।৩ শ্লোকে ভক্তমহৎ বলিয়া পরিচয় করাইয়াছেন। অতএব সেই ভক্তলক্ষণ পরিচয় করাইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রকরণ উত্থাপন করা যাইতেছে। ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীল নিমি মহারাজ শ্রীহরি নামে দ্বিতীয় যোগীন্দ্র মহাশয়ের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাম।
যথাচরতি যদ্‌ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ॥ ১৮৭॥

অথ অনন্তরং ভাগবতং ব্রূত। তজ্‌জ্ঞানার্থং স চ নৃণাং মধ্যে যদ্ধর্ম্মো যৎ স্বভাবস্তং স্বভাবং ব্রূত যথা স চ আচরতি অনুতিষ্ঠতি তদনুষ্ঠানং ব্রূত; যৎ ব্রূতে তদ্বচনঞ্চ ব্রূত; ইতি মানসকায়িকবাচিকলিঙ্গপৃচ্ছা। নন্থ পূর্ব্বং শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গ-পানেরিত্যাদিনা গ্রন্থেন তত্তল্লিঙ্গং শ্রীকবিনৈবোক্তং, সত্যং তথাপি পুনস্তদনুবাদেন